Sanatan Dharma

অম্বুবাচী

হিন্দুধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ বাৎসরিক উৎসব অম্বুবাচী (Ambubachi)। এই অম্বুবাচী বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অমাবতী বলেও পরিচিত। মনে করা হয়, আষাঢ় মাসে মৃগশিরা নক্ষত্রের চতুর্থ পদে ঋতুমতী হন ধরিত্রী। পূর্ণ বয়স্কা ঋতুমতী নারীরাই কেবল সন্তান ধারণে সক্ষম হন।তাই অম্বুবাচীর পর ধরিত্রীও শস্য শ্যামলা হয়ে ওঠেন। ভারতের একাধিক স্থানে অম্বুবাচী উৎসব, 'রজঃউৎসব' নামেও পালিত হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ঋতুকালে মেয়েরা অশুচি থাকেন।

সতীপীঠের অন্যতম এই অসমের কামাক্ষ্যা মন্দিরে সতীর গর্ভ এবং যোনি পড়েছিল। তন্ত্র সাধনার অন্যতম পীঠ এই মন্দির। প্রতি বছর অম্বুবাচীর তিন দিন কামাক্ষ্যা মন্দিরে বিশেষ উৎসব এবং মহামেলার আয়োজন হয়। সেই সময় মন্দির বন্ধ থাকে। তবে চতুর্থ দিনে সর্বসাধারণের ভক্তকুলের জন্য মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হয়। দেশ-বিদেশ থেকে ভক্তেরা ভিড় জমান মন্দিরে।

Published on: Jun, 22 2023 09:42

অম্বুবাচী শুরুর পর 3 / 4 দিন চলে এই উৎসব। অম্বুবাচী

অম্বুবাচীর নিয়মকানুন

অম্বুবাচীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু আচার অনুষ্ঠান। এই তিনদিন সন্ন্যাসী এবং বিধবারা বিশেষ ভাবে পালন করেন। শুধু তাই নয়, অম্বুবাচী চলাকালীন কৃষিকাজ বন্ধ রাখা হয়। তিনদিন পর অম্বুবাচী ফের কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও চাষাবাদ শুরু হয়।

একই ভাবে মনে করা হয় পৃথিবীও সময়কালে অশুচি থাকেন। সেজন্যেই এই তিন দিন ব্রহ্মচারী, সাধু, সন্ন্যাসী,যোগীপুরুষ এবং বিধবা মহিলারা 'অশুচি' পৃথিবীর উপর আগুনে—.আগুনের রান্না করে কিছু খান না। বিভিন্ন ফলমূল খেয়ে এই তিন দিন কাটাতে হয়। এখনও বিভিন্ন পরিবারের বয়স্ক বিধবা মহিলারা তিন দিন ধরে অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে ব্রত পালন করেন। তিনদিন পরে জামাকাপড়, বিছানা সাবান দিয়ে ধুয়ে, নিজেরা সাবান- শ্যাম্পুতে স্নান করে সবকিছুতে হাত দেন। শুধু কামাখ্যা নয়, অম্বুবাচী চলাকালীন বিভিন্ন মন্দির ও বাড়ির ঠাকুর ঘরের মাতৃ শক্তির প্রতিমা বা ছবি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এ সময় কোনও শুভ অনুষ্ঠান করা হয় না। অম্বুবাচীতে হাল ধরা, গৃহপ্রবেশ, বিবাহ ইত্যাদি শুভ কাজ নিষিদ্ধ।

অম্বুবাচীতে কী করবেন:

1. এ সময় দেবী মূর্তি বা পট লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত।

2. অম্বুবাচী শেষ হওয়ার পর দেবীর আসন পাল্টে, স্নান করিয়ে পুজো দেওয়া উচিত।

3. এ সময় গুরুপুজো করা উচিত বলে মনে করা হয়। গুরু প্রদত্ত জপ মন্ত্র মালাতে করবেন না কিন্তু মনে মনে অবশ্যই করতে পারবেন

Published on: Jun, 22 2023 09:42

4. অম্বুবাচীতে তুলসীর গাছের গোড়া মাটি দিয়ে উঁচু করে রাখুন।

অম্বুবাচীতে যে কাজ ভুলেও করবেন না

1. বৃক্ষ রোপণ, কৃষি কাজে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবার শুভ কাজ করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

2. মন্ত্রোচ্চারণ ছাড়াই পুজো করুন। ধূপ-প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজো করতে হয়।

3. তুলসীর গাছে জল দেবেন না

4. কোন প্রকারের শাক খাবেন না

5. আগুনে পোড়ানো বা ছকো রুটি খাওয়া উচিত নয়.

6. কোন কারনেই মাটি খনন করবেন না

****
***

অম্বুবাচী র ভিতরে বিপদতারিনী পূজা পড়েছে পূজা কী করা যাবে ?....অবশ্যই করা যাবে।

Published on: Jun, 22 2023 09:42

অম্বুবাচী মধ্যে বিপত্তারিণী পূজার বিধান –

"*বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূয়সাং । তুল্য প্রমাণ সত্ত্বে তু ন্যায়এব প্রবর্ত্তকঃ ।।*" জীমূতবাহন ।।

যেস্থানে বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয় সেইস্থানে সংখ্যা গরিষ্ঠ শাস্ত্রীয় প্রমাণই গ্রহণীয় ।

"*বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থসংযুক্তবচঃ প্রমাণং । যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্বচনং প্রমাণং* ।।" যমঃ

বেদ সকল প্রমাণ স্মৃতি সকল প্রমাণ , ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন অর্থাৎ ধর্ম্মনিবন্ধ সকলও প্রমাণ । এই সকল প্রমাণ উল্লঙ্ঘন পূর্বক যে ব্যবস্থা প্রদান করা হয় উহা প্রমাণ হিসাবে কোন ভাবেই গ্রহণ যোগ্য নয় ।"*ধর্ম্মার্থযুক্ত বচনং" মীমাংসকসন্নিবন্ধবাক্যম্* ।অর্থাৎ মীমাংসক-অনুমোদিত সংনিবন্ধসকলের বাক্য । ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ । দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোক সংগ্রহঃ ।মহাভারত ।।

"*কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ । যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে* ।।" বৃহস্পতিঃ ।।

বৃহস্পতি বলেছেন যুক্তিহীন কেবলমাত্র শাস্ত্রকে আশ্রয় করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ নয় । যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত ধর্ম্মের হানি কারক হয় ।

"ধর্মশাস্ত্র বিরোধে তু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ । ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্মস্তেনাবহীয়তে " ।। নারদঃ ।। (যুক্তির্ন্যায় – ইতি) ।।

নারদ বলেছেন ধর্মশাস্ত্রের বিরোধ হ'লে যুক্তিগ্রাহ্য (ন্যায় সম্মত) বিধিই গ্রহনীয় ,যদি ধর্মশাস্ত্র এবং ন্যায় সম্মত অর্থাৎ যুক্তি গ্রাহ্য সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় । কেবল মাত্র সেই ক্ষেত্রেই বহুকাল চলেআসা ব্যবহার গ্রহণীয় অন্যথায় নয় ।

বহুবৎসরধরে পালনকরে আসা ব্রতকে নিত্যব্রত বলা হয় । "যেন কেনাপি কার্য্যাণি নৈব নিত্যানি লোপয়েৎ ।।" বৌধায়ন ।।

বৌধায়ন বলেছেন নিত্যকর্ম অবশ্যকর্ত্তব্য জানিয়া যেমন – তেমন করিয়াও করিতে হইবে , কোনভাবেই (বন্ধ) লোপকরা চলিবে না ।

বহুকালিক সংকল্পো গৃহিতশ্চ পুরা যদি । মৃতকে সূতকেচৈব ব্রতং তন্নৈব দুষ্যতি ।। পুলস্ত ।। ঋষি পুলস্ত বলেছেন বহুকালধরে করে আসা যেকোনব্রত মৃতাশৌচ কিংবা জননাশৌচেও বন্ধ হয় না ।।

ভগবতী র ষোড়শ যাত্রা র মধ্যে অন্যতম হলো অম্বুবাচী যাত্রা । অম্বুবাচী কথাটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ " অম্বু " ও " বাচী " থেকে । " অম্বু " শব্দের অর্থ হলো জল এবং " বাচী " শব্দের অর্থ হলো বৃদ্ধি । মিথুন রাশির আদ্রা নক্ষত্রের প্রথম চরণে সূর্যের অবস্থানকালে মাতৃস্বরূপা পৃথিবী এবং আদ্যাশক্তি মহামায়া ঋতুমতী বা রজস্বলা হয়ে থাকে ইহাই অম্বুবাচী নামে প্রসিদ্ধ । বহুজন মানসে প্রশ্ন উক্তাশৌচ কালে বিপত্তারিণী পুজা কিভাবে সম্ভব ? বিপত্তারিণী পুজা আষাঢ় মাসের দ্বিতীয়ার পরে দশমীর পূর্বে শনি ও মঙ্গলবারে করণীয় সুনির্দিষ্ট একটি কর্ম যথা –

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াঃ পরং মুনে । পূর্ব্বং দশম্যাস্তমধ্যে শনিভৌমদিনে তথা ।। এই ব্রতাচরণে স্বইচ্ছানুযাই সংযোজন কিংবা বিয়োজন করা যায় না, করলে কর্মের কোন ফললাভ হয় না । লোগাক্ষ বলেছেন - গণিতাজ জ্ঞায়তে কালো যত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ । বারমেকন্থিতিঃ কালে নাকালে লক্ষ কোটয়ঃ ।। লোগাক্ষ ।। কামাখ্যা মাহাত্ম্যে উল্লিখিত মৎস্যসূক্তের ৫৮ পটলে বলা হয়েছে ইতিপূর্ব থেকে করে আসা ব্রত অম্বুবাচীর মধ্যেও অবশ্য করা যায়, যথা – ধরণ্যামৃতুমত্যাং তু তথা সপ্ত দিনানি চ । ঋতুমত্যাং ন কুর্ব্বীত পূর্ব্বসঙ্কল্পিতাদৃতে ।।

Published on: Jun, 22 2023 09:42